~~শিক্ষা~~ শিক্ষা
দৈনিক সংবাদ
অরিখ 25 NOV 1986
পৃষ্ঠা ... ৬ ...
শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
300840

মাদারীপুরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া বিঘ্নিত

মাদারীপুর, ২৪শে নভেম্বর (সংবাদদাতা)।—প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাব, শিক্ষা উপকরণের অভাব, শ্রেণীকক্ষের সংকট ও আসবাবপত্রের অভাব, লাইব্রেরীতে বইয়ের স্বল্পতা ও ছাত্রাবাসের অভাব প্রভৃতি কারণে মাদারীপুরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে।

জেলা সদরে অবস্থিত মাদারীপুরের একমাত্র সরকারী কলেজটি নানা সমস্যায় জর্জরিত। ১৯৭৯ সালে জাতীয়করণকৃত এই কলেজটিতে ৬১ জন শিক্ষকের পদ থাকলেও ৩৬ জন শিক্ষকের পদ দীর্ঘ দিন যাবৎ শূন্য রয়েছে। এর মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগে সর্বাধিক শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে ১ জন, রসায়ন বিভাগে ২ জন, গণিতে ২ জন ও জীববিজ্ঞান বিভাগে মাত্র ২ জন শিক্ষক রয়েছেন। এছাড়া বাংলা, ইংরেজী, ইতিহাস, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে একাধিক পদ শূন্য রয়েছে। ডেমনেস্ট্রেটর না থাকায় বিজ্ঞানের ছাত্ররা ব্যবহারিক ক্লাস করতে পারছে না। প্রায় তিন বছর যাবৎ এ কলেজে অধ্যক্ষ না থাকায় উপাধ্যক্ষ ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে কাজ করছেন। ফলে লেখাপড়া মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। কলেজ ভবনের অবস্থা খুবই শোচনীয়। অধিকাংশ ক্লাসেরই দরজা-জানালা নেই এবং ছাদ দিয়ে পানি পড়ে। ফলে বর্ষাকালে ক্লাস রুম সয়লাব হয়ে পড়ে। হোস্টেলগুলোর অবস্থা খুবই জরাজীর্ণ। এখন পর্যন্ত কোন পাকা ভবন তৈরী করা হয়নি। ফলে ছাত্ররা বাধ্য হয়ে ভাঙ্গা ছাউনি ও বেড়া, মাটির স্যাঁতস্যাঁতে ঘরের মধ্যে থাকতে বাধ্য হচ্ছে। হোস্টেলে পানির তীব্র সংকট রয়েছে। কমনরুমে খেলাধুলার পর্যাপ্ত সরঞ্জাম নেই। লাইব্রেরীতে প্রয়োজনীয় বই নেই। কলেজের চারদিকে সীমানা দেয়াল না থাকায় অবাধে গরু ছাগল কলেজ চত্বরে চড়ে বেড়ায়।

চরমুগুরিয়া উপশহরে অবস্থিত কলেজটি নানা সমস্যায় ভরপুর। প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে কলেজ ভবনকে পাকা করা যাচ্ছে না। কলেজে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নেই। অর্থাভাবে শিক্ষকদের নিয়মিত বেতন দেওয়া সম্ভব হয় না। কলেজটিতে কোন ছাত্রাবাস নেই। আজ পর্যন্ত সরকারের তরফ থেকে তেমন কোন সাহায্য সহযোগিতা দেওয়া হয়নি। ফলে কলেজটি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে।

১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত মাদারীপুরের একমাত্র মহিলা কলেজটিও বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। কলেজটিতে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞ শিক্ষক নেই। ফলে লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে। কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রায় আড়াই বছর পার হয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত সরকারী স্বীকৃতি মেলেনি এবং বিজ্ঞান শাখা চালু হয়নি। কলেজের নিজস্ব মাঠ না থাকায় খেলাধুলা [illegible]

মধ্যেই অকেজো হয়ে পড়ে। বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। প্রায় ৬ মাস যাবৎ বিদ্যালয়ে কোন প্রধান শিক্ষক নেই এবং ৬।৭ বছর যাবৎ সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। বিজ্ঞান শাখায় প্রয়োজনীয় শিক্ষক নেই। এছাড়া বাংলা ও ইংরেজী শিক্ষকের অভাব রয়েছে। ফলে লেখাপড়ার মান দিন দিনই অবনতি ঘটছে। গবেষণাগারে নেই প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম। বিদ্যালয়ে কোন খেলাধুলার সরঞ্জাম নেই; নেই কোন কমনরুম।

বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসের অবস্থা খুবই শোচনীয়। সীটের স্বল্পতার কারণে অনেক ছাত্রের হোস্টেলে থাকার ইচ্ছে থাকলেও থাকতে পারছে না। ফলে অনেক ছাত্র ৮।১০ মাইল দূর থেকে এসে ক্লাস করছে। এক একটি রুমে চারজনেরও বেশী ছাত্র থেকে পড়াশুনা করছে। ছাত্রাবাসে কোন ভালর‍্যাট্রিন নেই। বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য লাইন বসানো হলেও এখন পর্যন্ত পানি সরবরাহ করা হয়নি।

মাদারীপুরের একমাত্র সরকারী বালিকা বিদ্যালয়টি বিভিন্ন সমস্যায় ভরপুর। বিদ্যালয়ে এক বছর যাবৎ প্রধান শিক্ষিকার পদ শূন্য রয়েছে। বিজ্ঞান শাখায় প্রয়োজনীয় শিক্ষক শিক্ষিকা নেই। ফলে ছাত্রীদের লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে। বিজ্ঞানাগারে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নেই। কমনরুমে খেলাধুলার সরঞ্জাম নেই।

এছাড়া শহরে অবস্থিত পাবলিক হাই স্কুল, আলহাজ আমিন উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়, কুলপদ্দি মডেল হাই স্কুল, চরমুগুরিয়া মার্চেন্ট হাই স্কুল, জুনিয়র গার্লস স্কুল প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। এ সকল স্কুলে প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাব, শ্রেণীকক্ষের সংকট, লাইব্রেরীতে বই-এর স্বল্পতা, আসবাবপত্রের সংকট এবং ছাত্রাবাস ও বিজ্ঞানাগার না থাকায় লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে। এসব স্কুলে নেই কোন কমনরুম ও খেলাধুলার সরঞ্জাম।